৭/৩/২০০৫

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠাগারে পাঠক বৃদ্ধি

আমাদের দুর্নাম রহিয়াছে যে, বাঙালি পাঠবিমুখ। লেখাপড়ায়
কোনও মন ও মনোযোগ বাঙালির নাই। তাই আমরা শিক্ষায় পি
পড়িয়াছি। এই ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি কচ্ছপের দৌড় প্রতিযো
মতো। নীতিকথার বইয়ের গল্পে খরগোশ দৌড়ে আগাইয়া গিয়া পথিমধ্যে ঘু
পড়িয়াছিল। তবে কচ্ছপটি ধীরে ধীরে হইলেও আগাইয়া গিয়াছে। আ
ক্ষেত্রেও এই কচ্ছপ গতি নিরীক্ষণ করিতেছি। এইভাবেই সাক্ষরতায় আম
শতাংশে পৌঁছাইয়াছি বলিয়া দাবি করিয়া থাকি। কিন্তু সাক্ষর হওয়া আ
করিবার মতো শিক্ষিত হওয়া এক জিনিস নয়। পাঠ করিবার যে
উচ্চডিগ্রিধারীগণ অর্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদেরও অনেকে পাঠক
উঠিতে পারেন নাই। পাঠক হইয়া উঠিতে হইলে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির প্র
নাই, প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসু মনের। আর সেই অনুসন্ধানপ্রিয় মনের অ
মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অ
বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চাইতে রাজনীতি
সন্ত্রাসে বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছে। কথাটা সত্য নহে, যুক্তিসঙ্গতও
রাজনীতি বিপুলসংখ্যক ছাত্রকে টানিলেও অধিকাংশই উহাতে তেমন সক্রিয়
বরং তাহারা লাইব্রেরিতে যাইতেই অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। স
পত্রিকান্তরে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে যে, শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় পা
লাইব্রেরিতে প্রতিদিনই এক হাজারেরও অধিক পাঠক পড়াশোনা করিতে আ
ইহাদের অধিকাংশই তরুণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। রাজনৈ
ডামাডোল ও সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ইত্যা
ভীতসন্ত্রস্ত পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের আগ্রহ অব
রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরিতে তাহাদের পদচারণা
দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। তবে এই পাঠস্পৃ
দেশব্যাপী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আর পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে কতোটা,
জরিপ করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমরা ধারণা করি, বাঙালির নূতন প্র
অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছে যে, নূতন মিলেনিয়ামের সূচনায় ইনফর
টেকনোলজির (আইটি) এই যুগে নিজেদের যোগ্যতর করিতে হইলে লেখাপ
বিকল্প নাই। তবে, সেই পড়াশোনা চালাইতে হইবে একই সঙ্গে বাঙা
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার জানিতে এবং সমকালীন বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত
করিবার লক্ষ্যে। কেননা সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা থাকিলে নূতন বিশ্বচি
াম্যক ক্রিয়াকর্মও উপলব্ধি করা সহজ হয়। জ্ঞান হচ্ছে সেই সেতু যাহা অতীত
র্তমানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া নূতন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। এই
জ্ঞানান্বেষণ মানুষের প্রধান প্রত্যাশা। ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রে
জ্ঞানান্বেষীদের ক্ষুধা মিটাইতে হইলে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানকোষসমূহ আনি
ইবে। বর্তমানে যেই পরিমাণ বই (১ লক্ষ ৩৪ হাজার) কেন্দ্রীয় পাব
াইব্রেরিতে রহিয়াছে, উহা নিতান্তই কম। এই সংখ্যা অন্তত দশ লক্ষ হ
ামরা গর্ববোধ করিতে পারিতাম। পরিতাপ ইহাই যে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
দশের পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে বই কিনিতে যৎসামান্যই টাকা বরাদ্দ দে
য়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সরকারি-বেসরকারি কলে
াইব্রেরির জন্য তিন কোটি টাকার বই কিনিয়াছে। সেখানে পাবলিক লাইব্রে
না ত্রিশ লক্ষের বেশি বরাদ্দ নাই। এই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে লাইব্রেরি
কেমন করিয়া বই বাড়িবে এবং পাঠকদের চিত্তশুদ্ধিই বা ঘটিবে কেমন করি
রকার যে কৌশলে কলেজ-লাইব্রেরিতে বই দিয়াছে সমপরিমাণ অর্থ
াবলিক লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ করা হইত তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পাবলি
াইব্রেরিতে এত কম বই থাকিত না। আমরা বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বই ক্রে
না উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিবার পরামর্শ দিতে চাই, যাহাতে পাঠকদে
[illegible]